# ফাটা বাঁশে আটকে গেছে কামনার পুচ্ছ

পাবলো পিকাসো
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ : অরূপ মণ্ডল

**চরিত্রাবলি**

দুম্বো শ্রীচরণ
পলাণ্ডু
ঢেমনি
তার মাসতুতো বোন
গোলালো কোণ
দু'টো ঘোঁঘোঁ
নীরবতা
মোটকু উদ্বেগ
শুঁটকো উদ্বেগ
যবনিকা

**প্রথম অঙ্ক**

**প্রথম দৃশ্য**

**দুম্বো শ্রীচরণ** : পলাণ্ডু, ইয়ারকি বন্ধ। এই যে, আমাদের এখন ঘুমের ঘোর কেটে গেছে — আর আমাদের মাসতুতো বোনকে চারটি প্রাথমিক সত্যের কথা জানাতে আমরা এখন তৈরি। আমাদের এই ব্যভিচারী বিয়ের কারণ আর পরিণামের কথা বরাবরের মতো বুঝিয়ে দিয়ে আসা প্রয়োজন — বাবুমশায় যাত্রীর কাছ থেকে কাদামাখা গোড়ালি আর খাঁজখোঁজ লুকিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না — তা তিনি যতই শোভনতা নিয়ে মাথা ঘামান না কেন।

**গোলালো কোণ** : এক মিনিট এক মিনিট

**দুম্বো শ্রীচরণ** : বেকার বেকার

**ঢেমনি** : ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে শান্ত হও আমাকে কথা বলতে দাও

**দুম্বো শ্রীচরণ** : বেশ

**গোলালো কোণ** : বেশ বেশ

**দু'টো ঘৌঘৌ** : ঘৌ-ঘৌ

**দুম্বো শ্রীচরণ** : আমি বলছিলাম কী, আসবাবপত্রের দাম আর ভিলার ভাড়ার ব্যাপারে ফয়শালা করতে হলে আমাদের এক্ষুনি এক্কেবারে একযোগে নীরবতার জামাকাপড় খুলে নিয়ে তাকে উদোম করে স্যুপের মধ্যে চুবিয়ে দেওয়া দরকার। আর স্যুপটাও দেখো কী পাগলের মতো তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে!

**মোটকু উদ্বেগ** : আমি কথা বলতে চাই

**শুঁটকো উদ্বেগ** : আমিও আমিও

**নীরবতা** : তোমরা থামবে ?

**পলাণ্ডু** : চার দেওয়ালের মধ্যে এমন একটা বারোয়ারি জায়গায় ব্যক্তিগত মিটিং-এর জন্য এই হোটেলটাকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনও কিন্তু পাকা হয়নি — অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় এই অমীমাংসিত বিষয়টির প্রতিটি রোম একটু একটু করে নেড়েচেড়ে দেখতে হবে

**দুম্বো শ্রীচরণ** : এই যে গপ্পোটা আমাদের এত আগ্রহ জাগায়, আমাদের এত যন্ত্রণা দেয় — তার পাছুর পাছুতে গিয়ে ফিকির করে লুকিয়ে থেকো না তো — কারা সাক্ষ্য দেবে সেটা ঠিক হয়ে গেছে — মাইরি বলছি — এক্কেবারে ঠিক হয়ে গেছে। আর আমরা নিজেরা একসঙ্গে হোটেল মালিকের দেওয়া বিলের ছায়ার নকশাটা ঠিক কেটে বার করে নিতে পারব।

**নীরবতা** : ওরে বাপরে বাপ, কী গরম !

**মাসতুতো বোন** : আমি একটু আগেই কয়লা ঢেলেছি কিন্তু গরমই হচ্ছে না। আচ্ছা জ্বালাতন।

**পলাণ্ডু** : কাল চিমনিটা সাফাই করাতেই হবে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

**গোলালো কোণ** : তার থেকে সামনের বছর নতুন একটা বানিয়ে নেওয়া ভালো হবে... আর তাহলে পোকামাকড় আর ইঁদুরের উৎপাতও বন্ধ হবে।

**ঢেমনি** : আমার বাপু সেন্ট্রাল হিটিং পছন্দ, অনেক বেশি সাফসুতরো।

**শুঁটকো উদ্বেগ** : ওফ, কী একঘেয়ে জীবন!

**মোটকু উদ্বেগ** : চুপ করো, আমরা এখানে অতিথি।

**গোলালো কোণ** : শুতে চলো শুতে চলো... ক'টা বাজে খেয়াল আছে? সওয়া দুটো।

**দ্বিতীয় দৃশ্য**

(আলো পরিবর্তন হয়ে এবার ঝড়ের আলো)

**যবনিকা** (কাঁপতে কাঁপতে) : কী সাংঘাতিক ঝড়! কী ভীষণ রাত্রি! এক্কেবারে যাকে বলে চটকাচটকি করার রাত... একটা চৈনিক রাত, চিনেমাটিতে গড়া হাড়জ্বালানে রাত... আমার বেখাপ্পা পেটে ঝড়ঝাপটার রাত (হাসতে হাসতে বাতকর্ম করে)

(আবহে বাজতে থাকে স্যাঁ-সঁস-এর 'দঁজ মাকাব্র'। পায়ের নিচে মঞ্চের উপরে বৃষ্টি ঝরতে থাকে আর মঞ্চময় উড়ে বেড়াতে থাকে আলেয়ার আলো।)

**দ্বিতীয় অঙ্ক**

**প্রথম দৃশ্য**

হোটেলের করিডর

প্রত্যেক অতিথির পাদু'টো তাদের ঘরের বাইরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে

**তিন নং ঘরের দুই পা** : আমার হাজা আমার হাজা আমার হাজা

**পাঁচ নং ঘরের দুই পা** : আমার হাজা আমার হাজা

**এক নং ঘরের দুই পা** : আমার হাজা আমার হাজা আমার হাজা

**চার নং ঘরের দুই পা** : আমার হাজা আমার হাজা আমার হাজা

**দুই নং ঘরের দুই পা** : আমার হাজা আমার হাজা আমার হাজা

স্বচ্ছ দরজাগুলো জ্বলে ওঠে আর গাজর চিবোনো পাঁচ বাঁদরের নৃত্যরত ছায়া দেখা যায়।

তারপর সম্পূর্ণ অন্ধকার।

**দ্বিতীয় দৃশ্য**

(একই মঞ্চসজ্জা)

মুখঢাকা টুপি পরা দু'টো লোক সাবানের ফেনায় ভরা একটা বিশাল বাথটাব বয়ে নিয়ে আসে মঞ্চের উপরে করিডরের দরজাগুলোর সামনে। প্রথমে 'টসকা' থেকে একটি বেহালার বন্দিশ বাজে। তারপর বাথটাবের ভেতর থেকে একে একে মাথা তোলে দুম্বো শ্রীচরণ, পলাণ্ডু, ঢেমনি, মাসতুতো বোন, গোলালো কোণ, দুই ঘৌ-ঘৌ, নীরবতা, মোটকু উদ্বেগ, শুঁটকো উদ্বেগ, যবনিকা।

**ঢেমনি** : ঘষে মেজে পরিষ্কার হয়ে আমরা যেন যে যার নিজেদের আয়না, কালকে আর প্রতিদিন সেই একই পালাকেত্তনের জন্য আবার তৈরি।

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ঢেমনি, তোকে দেখতে পাচ্ছি।

**পলাণ্ডু** : তোকে দেখতে পাচ্ছি।

**গোলালো কোণ** : ওরে ধিঙ্গি মেয়ে, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি।

**দুম্বো শ্রীচরণ** (ঢেমনির উদ্দেশ্যে) : তোর পা দু'টো চমৎকার আর নাভিটাও পাক খেয়েছে খাসা, সরু কোমর আর নিখুঁত মাই, পাগল করা ভ্রূলতা আর তোর মুখটা যেন পুষ্পনীড়, তোর নিতম্ব তো যেন সোফা, তোর পেটের ওই আরাম কেদারা যেন নিম শহরের ষাঁড়ের লড়াইয়ের অ্যারেনার বিলাসবহুল বক্স, তোর পাছাদু'টো যেন এক প্লেট গরমাগরম মাংসের স্ট্যু, তোর দুই হাত হাঙরের পাখনার স্যুপ, আর তোর আর তোর সোয়ালো পাখির বাসা এখনো সোয়ালো পাখির বাসার স্যুপের আগুন। কিন্তু আমার লাল বাতাসা আমার কদমা আমার নকুলদানা তুই আমায় পাগল করে দিস তুই আমায় পাগল করে দিস তুই আমায় পাগল করে দিস তুই আমায় পাগল করে দিস।

**পলাণ্ডু** : খানকি বুড়ি, ছেনাল মাগ

**গোলালো কোণ** : ওহে দোস্ত, কী মনে হয় ? তুমি বাড়িতে আছ নাকি বেশ্যাখানায়?

**তার মাসতুতো বোন** : তোমরা এ রকম করলে আমি আর গা ধোবো না, এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাব।

**ঢেমনি** : আমার সাবান কোথায় গেল আমার সাবান কোথায় গেল আমার সাবান কোথায় গেল ?

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ধিঙ্গি মেয়ে

**পলাণ্ডু** : হ্যাঁ, এক্কেবারে ধিঙ্গি মেয়ে

**ঢেমনি** : সাবানটা কী ভালো! সাবানটার গন্ধটা কী ভালো!

**গোলালো কোণ** : তোর সুগন্ধী সাবান তোর গলার মধ্যে দেবো।

**দুম্বো শ্রীচরণ** : মিষ্টি মেয়ে, গা ঘষে দেবো নাকি?

**গোলালো কোণ** : আচ্ছা ছেনাল!

দুই ঘৌ-ঘৌ ঘৌ ঘৌ করতে করতে সবাইকে চাটতে থাকে, তারপর সর্বাঙ্গে সাবানের ফেনা মেখে লাফিয়ে বেরোয় বাথটাব থেকে। যারা স্নান করছিল তারা এখনকার লোকেদের মতই পোশাকআশাক পরে বেরিয়ে আসে বাথটাব থেকে। কেবল মাত্র ঢেমনি বেরোয় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে, শুধু তার দু'পায়ে স্টকিংস — তারা নিয়ে আসে খাবার ভর্তি ঝুড়ি, বোতল বোতল মদ, টেবিলক্লথ, ন্যাপকিন, ছুরি, কাঁটা — ঘাসের উপরে চমৎকার ভোজের ব্যবস্থা করে ফেলে — হঠাৎ কফিন ঘাড়ে কয়েকজন লোক হাজির হয়ে সবাইকে কফিনে ভরে ফেলে, তারপর পেরেক মেরে কফিন এঁটে সেটাকে ঘাড়ে তুলে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়।

যবনিকা

## তৃতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

পেছনে আর দু'ধারে কালো পরদা, কালো গালিচা

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ভেবে দেখলে মাংসের সুরুয়ার থেকে ভালো আর কিছুই হয় না। তবে কী জানো, মাঝে মাঝে কোনও কোনও হাসিখুশি দিনে যখন ঝেঁপে বরফ পড়ে তখন মাংসটা যদি আমার রাঁধুনি, আমার আধা স্প্যানিশ আধা মুরিশ দাসী আমার অ্যালবুমিন্যুরিয়ায় ভোগা চাকরানি ও রক্ষিতার সতর্ক এবং সন্দিহান যত্নে সেদ্ধ করা হয় অথবা বার্গান্ডির কায়দায় আচ্ছা করে কষিয়ে রাঁধা হয় তবে সেটাই বেশি ভালো লাগে। সে মিশে গেছে রান্নাঘরের সুগন্ধী স্থাপত্যে — তার নির্লিপ্ত বিবেচনার পিচ ও আঠা, তার দৃষ্টির অমোঘ আকর্ষণ, রানির মতো তার হাঁটাচলার নিস্তরঙ্গ স্থৈর্যের উপরে তার কুচোনো মাংসের কোনও জবাব নেই। তার রসবোধ, তার উত্তাপ, আবার তার ঘৃণায় ঠাসা শীতলতা খাওয়াদাওয়ার মাঝখানে কামনার তাড়নার মধ্যে ইতিউতি ছড়ানো মিষ্টত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের দিকে ফেরানো তার নখের শীতলতা, চোরকুঠুরির টাটকা খড়ে জমে যাওয়া তার ঠোঁটের আগুনের ছ্যাঁকা, ক্ষতের দাগ থেকে তার চরিত্রের কিছুই সরিয়ে নেয় না। তার সৌন্দর্যের থেকে তুলে ধরা জামা, বডিসের সঙ্গে আটকে থাকে তার চটকদার মনোহারিতা আর তার আনুকুল্যের জোয়ার তার দৃষ্টির কনকচূর্ণকে ঝেড়ে ফেলে সিঙ্কের খাঁজেখোঁজে, তার এলোমেলো চুলের শানপাথরে ধার দেওয়া তার চাহনির জানলায় শুকোতে দেওয়া জামাকাপড় থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় সিঙ্কের আশেপাশে। আর যদি তার অমার্জিত ও অপরিশীলিত ভাষা আর তার হাসির পবনবীণা এই সুন্দর প্রতিকৃতির চকচকে বহিরঙ্গে চিড় ধরায়, আসলে তার শরীরের অপরিমিত অনুপাত ও তার অস্বস্তিকর প্রস্তাবের জন্যই তার উপরে ঝরে পড়ে প্রশংসার বন্যা। যাওয়ার পথে সে ফুলের তোড়ার যে উড়ন্ত বল্লম লুফে নেয় সেটি তার হাতের মধ্যে থেকে চিৎকার করে তার শিকারের রাজকীয় জয়ধ্বনি দিতে থাকে। চিন্তায় দানা বেঁধে ওঠা তার প্রেমের টগবগে গতি — প্রতি সকালে তার নগ্নতার টাটকা ডিমে জন্ম নেওয়া ক্যানভাস — এক লাফে বাধা টপকে হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানায় এসে পড়ে — আমার শরীরে বয়ে নিয়ে চলেছি সেই সব দাগ — সেগুলি জীবন্ত, তারা চিৎকার করে, তারা গান গায়, তারা আমাকে আটটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনটা ধরতে দেয় না। তার আঙুলের গোলাপগুলোতে তার্পিন তেলের গন্ধ। যখন আমি নৈঃশব্দের কান দিয়ে শুনি, তাকে দেখি দু'চোখ মুদে তার আদরের সুবাস ছড়িয়ে দিতে, তখন আমি তার আকর্ষণের দেশলাই দিয়ে পাপের মোমবাতি জ্বালাই। দোষ হোক গে বৈদ্যুতিক কুকারটার।

### দ্বিতীয় দৃশ্য

(দরজায় করাঘাত)

**গোলালো কোণ** : কেউ আছে?

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ঢুকে পড়ো।

**গোলালো কোণ** : আরে বাহ, ওহে দুম্বো শ্রীচরণ, তোমার বাড়ি তো খাসা, আর কী দারুণ রোস্ট শুয়োরের গন্ধে ম ম করছে — শুভ রাত্রি! চলেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু দীর্ঘশ্বাসের সেতু পার হওয়ার সময়

দেখতে পেলাম তোমার বাড়িতে একটা আলো জ্বলছে আর তাই তোমাকে আজ রাতের জাতীয় লটারির একটা টিকিট দিতে চলে এলাম।

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ধন্যবাদ। এই যে টাকাটা। সকাল সকাল আমার কপাল দেখো, বিস্কুট আর ডুমুরের সময়ে — অর্ধেক ডুমুর আর অর্ধেক আঙুর, কী তাজা — এর'ম ভাবে আরেক দিন গেলেই একেবারে আঁধার গরিমা।

**গোলালো কোণ** : কী ঠাণ্ডা!

**দুম্বো শ্রীচরণ** : এক গ্লাস জল খাবে নাকি? তাতে পেটের ভেতরটা একটু গরম হবে। বাড়ি ভাড়ার কথা ভাবলেই আমি কেমন আনমনা হয়ে যাই আর আমার মন খারাপ হয়ে যায় — বাড়ির মালিক মোটকু জুল যদি বা দরদাম আর ভাড়া নিয়ে রাজি হয় তো উলটো দিকের দজ্জাল প্রতিবেশিনীকে নিয়ে চিন্তা শুরু — ওর পেটমোটা বেড়ালটা আমার ইঁদুরের খাঁচার চারিদিকে পায়চারি করা বন্ধই করে না — আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে কোনও দিন আমার পোষা জ্যান্ত ট্রপিকাল মাছগুলোকেও ওই বুদ্ধু জানোয়ারটা ছিঁড়েখুঁড়ে গিলে খাবে। আমার গর্তের ব্যাঙ খেলার ব্যাঙগুলো এখনও ঠিক আছে, কিন্তু আমার বানানো ঘৃতকুমারীর মদটা নষ্ট হতে শুরু করেছে আর আমার তো মনে হয় শীতকাল শেষ হতে হতে আমাদের আরও অনেক মন্দা দেখতে হবে।

**গোলালো কোণ** : সব চেয়ে সহজ উপায় একটা শক্তপোক্ত বঁড়শিতে একটা মরা ইঁদুর গেঁথে সুতোটাকে একটা লাঠির ডগায় বেঁধে আস্তে করে টানো — তারপর শুয়ে শুয়ে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না মোটকা বেড়ালটা ধরা পড়ে — ওটাকে মেরে চামড়া ছাড়াও, আগাপাশতলা মুড়ে দাও পালকে, ওটাকে শেখাও গান গাইতে আর ঘড়ি সারাতে — তারপর ওটাকে রোস্ট করে ফেলো — তার সঙ্গে একটা ডালমা বানিয়ে নিও।

**দুম্বো শ্রীচরণ** : যে হাসে শেষে সেই সেরা হাসে — বেড়াল মরলে আর আমার প্রেয়সী আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে এলে বাড়িটা লণ্ঠনের মতো জ্বলজ্বল করবে আর আনন্দ উৎসবের চোটে সমস্ত বেহালা আর গিটারের তার যাবে ছিঁড়ে।

**গোলালো কোণ** : পাগলামো পাগলামো পাগলামো — লোকেরা পাগল! তোমার ঘরের জানলাতে এখনই দেখো আপেলরঙা আয়না জেগে উঠছে — খড়খড়ির আঁখিপল্লব থেকে ঝুলে থাকা ওড়নার স্যাশ গোলাপি মেঘ মুছে দিচ্ছে সেই আয়নার উপরে। আমি কোণার বিস্ত্রোটাতে চললাম — যাই, গিয়ে সেখানের কফির কালোতে এখনও যেটুকু চকোলেট রঙ ঘুরপাক খাচ্ছে সেটাকে আমার নখ দিয়ে ছিঁড়ে নিই। খুব খুব শুভ সকাল — আবার দেখা হচ্ছে কাল সন্ধ্যায়।

(প্রস্থান)

### তৃতীয় দৃশ্য

দুম্বো শ্রীচরণ মঞ্চের মাঝখানে মাটিতে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে শুরু করে — মঞ্চের দু'পাশ থেকে দুই উদ্বেগ, মাসতুতো বোন আর ঢেমনি ঢোকে।

**শুঁটকো উদ্বেগ** (দুম্বো শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে) : ও তারার মতো সুন্দর। ও মুক্তোর উপরে আবার আঁকা স্বপ্ন। ওর চুলে খেলা করছে আলহামব্রা প্রাসাদের হলঘরের আরবীয় কারুকার্যের জটিলতা — আর যে ঘন্টাটা আমার প্রেম উপচানো দুই কানে ঢালে সান্ধ্য ট্যাঙ্গোর সুর ওর গায়ের রঙে আছে সেই ঘন্টার রৌপ্য আওয়াজ — ওর গোটা শরীরটা এক হাজার ঝলমলে বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে পরিপূর্ণ — ওর পাতলুন ফুলেফেঁপে উঠেছে আরবদেশের সব রকম আতরে। ওর হাতদু'টো পিচফল আর পেস্তা দিয়ে বানানো স্বচ্ছ আয়না — ওর দু'চোখের ঝিনুকের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওর দৃষ্টির কণ্ঠস্বর শুনতে ব্যগ্র ঝুলন্ত উদ্যান, আর তাকে ঘিরে থাকা রসুন-তেল রঙ তার বুকের উপরে এমন এক নরম আলো ছড়ায় যে কানে ভেসে আসা পাখির গান অক্টোপাসের মতো মাছধরার নৌকার মাস্তুল আঁকড়ে থাকে, যে নৌকা তার ছবিকে পাথেয় করে আমার রক্তের ঢেউয়ের উপরে পাড়ি জমায়।

**মোটকু উদ্বেগ** : আমি ওর অজান্তে একবার ওকে তাক লাগিয়ে দেখতে চাই।

**ঢেমনি** (ভেজা চোখে) : আমি ওকে ভালোবাসি।

**মাসতুতো বোন** : শাতোরুতে আমি এক ভদ্রলোককে চিনতাম, এক চশমাপরা স্থপতি যিনি আমাকে রাখতে চেয়েছিলেন। — খুব ভালো লোক আর খুব পয়সাওয়ালা। তিনি আমাকে কখনওই রাতের খাবারের দাম দিতে দিতেন না, আর সন্ধেবেলায় সাতটা থেকে আটটার মধ্যে, বড়ো রাস্তার মোড়ের বড়ো কাফেটাতে যেতেন এক পাত্তর খেতে। উনিই আমাকে ঠিক করে লেমন সোল মাছ ফিলে করা শিখিয়েছিলেন। পরে তিনি একেবারে চলেই গেলেন, গিয়ে বাস করতে থাকলেন একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রাসাদে। ও যে এইভাবে মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছে ওকে যেন ঠিক ওনার মতোই দেখতে লাগছে।

**ঢেমনি** (ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাদতে কাঁদতে) : আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওকে ভালোবাসি।

(ঢেমনি, মাসতুতো বোন আর দুই উদ্বেগ তাদের পকেট থেকে বড়ো বড়ো কাঁচি বার করে তার মাথার চুল কাটতে শুরু করে, কাটতে কাটতে তার মাথার চেহারা হয়ে দাঁড়ায় 'মরার মাথা' নামে হল্যান্ডের চিজের মতো। জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদের চাবুক দুম্বো শ্রীচরণের চারিদিকে বসে থাকা চার মহিলাকে পেটাতে থাকে।)

**ঢেমনি** : আই আই আই আই আই আই আই

**মাসতুতো বোন** : আই আই আই আই

**শুঁটকো উদ্বেগ** : আই আই আই আই আই

**মোটকু উদ্বেগ** : আ আ আ আ আ আ আ আ আ আ

(আর এই ভাবেই পাক্কা সওয়া ঘন্টা ধরে চলতে থাকে।)

**দুম্বো শ্রীচরণ** (স্বপ্ন দেখতে দেখতে) : বরফের গাড়ি করে চলেছে নলির হাড়

**মাসতুতো বোন** : উফ, ও কী যে সুন্দর আই আই আই কী যে উফ কী যে আই আই আই আই সুন্দর

**মোটকু উদ্বেগ** : আ আ আ সুন্দর আ আ সুন্দর সুন্দর

**ঢেমনি** : আই আই আমি ওকে ভালোবাসি আই আই ভালোবাসি সুন্দর সুন্দর আই আই আই ওকে ভালোবাসি সুন্দর সুন্দর সুন্দর সুন্দর

(সর্বাঙ্গে রক্তে মাখামাখি হয়ে তারা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।)

**যবনিকারা** (এই বিপর্যয়ের দৃশ্যের সামনে তাদের ভাঁজগুলো খুলে ধরে পাট না ভাঙা কাপড়ের সামনে তাদের বিরক্তির নিশ্চল চিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

যবনিকা

**চতুর্থ অঙ্ক**

**প্রথম দৃশ্য**

পা দাপানোর শব্দ।

**ঢেমনি** : আমিই জিতব আমিই জিতব আমিই জিতব

**মাসতুতো বোন** : আমিও আমিও আমিও

**মোটকু উদ্বেগ** : আমিই প্রথম হবো আমিই প্রথম হবো

**দুম্বো শ্রীচরণ** : জ্যাকপটটা আমিই জিতব

**গোলালো কোণ** : ওটা আমি পাবো

**পলাণ্ডু** : সবসময়ই আমার এক নম্বর হওয়ার কথা আর আমি এক নম্বর হবোই

**নীরবতা** : তোমরা দেখতেই পাবে তোমরা দেখতেই পাবে

**শুঁটকো উদ্বেগ** : আমার কড়ে আঙুলটা আমাকে এ'কথা বলেছে

(লটারির চাকা ঘোরে)

**মাসতুতো বোন** : ৭! সৌভাগ্যটা দেখো! জ্যাকপট পেলাম!

**গোলালো কোণ** : ২৪! যোগ ০০,১০৪২। আরে আমিও জ্যাকপট পেয়েছি! তাহলে হলো গিয়ে ২৪৯ হাজার ০০৮৯।

**মোটকু উদ্বেগ** : ৯ ! এই তো আমার নম্বরটাই জ্যাকপট জিতল।

**ঢেমনি** : ৬০ যোগ ২০০ আর হাজার আর ০০৭! আমিও জ্যাকপট জিতলাম! আমার ভাগ্যটা সবসময়ই ভালো।

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ৪,৪৪৯! হা ঈশ্বর! এই দেখো, আমি কোটিপতি হয়ে গেলাম, এক্কেবারে মাথার ওপরে!

**নীরবতা** : ১,৮০০! বিদায় দুঃখকষ্ট দুধ ডিম আর গোয়ালিনী! এই তো আমি জ্যাকপটের মালিক হয়ে গেলাম!

**গোলালো কোণ** : ৪,২৫৪! আমিই জ্যাকপট বিজেতা! নিজেকেই অভিনন্দন জানাই!

**মাসতুতো বোন** : ০০০৯! আমিই জ্যাকপট বিজেতা আমিই জ্যাকপট বিজেতা আমিই জ্যাকপট বিজেতা!

**পলাণ্ডু** : ৩,৯২৪! আমি জ্যাকপট জিতলাম! একদম সত্যি কথা!

**মোটকু উদ্বেগ** : ১১! জ্যাকপটটাই জিতে নিলাম!

**শুঁটকো উদ্বেগ** : ১৭,২১৫! সব জায়গায় জ্যাকপট আমারই!

যবনিকা (উন্মাদের মতো আন্দোলিত হতে হতে) : ১ — ২ — ৩ — ৪ — আমরা জ্যাকপট জিতেছি আমরা জ্যাকপট জিতেছি আমরা জ্যাকপট জিতেছি আমরা জ্যাকপট জিতেছি

(কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ নীরবতা, তার মধ্যে স্মারকের আসন (prompter's box)-এ এক পেল্লায় আগুনের উপরে বিরাট কড়াইয়ে ফুটন্ত তেলে আলু ভাজা হচ্ছে — সেটা দেখতে পাওয়া যায়, তার শব্দ পাওয়া যায়, গন্ধও পাওয়া যায়। ঘর আস্তে আস্তে ভরে যেতে থাকে আলুভাজার ধোঁয়ায়, শেষ পর্যন্ত দম বন্ধ হওয়ার হাল হয়।)

যবনিকা

**পঞ্চম অঙ্ক**

**দুম্বো শ্রীচরণ** (একটা ক্যাম্প খাটে আধশোয়া হয়ে লিখছে) : প্রেমের খামখেয়ালি আচরণ আর পাগলামোর ছাগলের তিড়িংবিড়িং লাফের খামখেয়ালের ভয় — এই যে মহিলা হঠাৎ আমার বিছানায় এসে কাৎ হয়ে পড়েছে তার থেকে বের হওয়া গাদা গাদা পুঁজে ভিজে সজীব হয়ে ওঠা তোফা মাংসের টুকরো দিয়ে মাড় দেওয়া পোশাকের উপর ছেয়ে থাকা সামুদ্রিক শৈবাল থেকে চুঁইয়ে বেরোনো নীল রঙের উপরে মেলে দেওয়া সুজনি — তার চুল থেকে বের হওয়া গলিত ধাতুর কল্লোল যন্ত্রণায় চিৎকার করে জানায় তার আবিষ্টতার উল্লাস — তার সন্দেহজনক ইশারার বিগলিত মাখনের ভিতরে স্ফটিক গুঁজে ভাগ্যের খেলা — কাঁটাঝোপে ভাঁজে ভাঁজে ঝুলে থাকা বর্ষপঞ্জির উপরে খোদাই করা শব্দের পায়ে পায়ে পিছু নেওয়া অক্ষর বিদ্বেষ আর তার ইচ্ছাশক্তির আগুনে ভরা লিলি ফুলের ম্লানিমায় বসানো ডিমটিকে ঠিক সেই মুহূর্তে ভেঙে ফেলে যখন উত্তেজিত লেবুটি আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে পড়ে — দুই হাত পাশার খেলা যেখানে ঘুঁটিগুলোকে রঙ করা হয়েছে তার ক্লোকের পাড়ের মতোই লাল রঙে — তার ভঙ্গিমার প্রশান্তি থেকে চুঁইয়ে পড়া গঁদের আঠা ফাঁদে পড়া নীরবতার কানে তালা ধরানো শব্দের ঐকতানকে ভঙ্গ করে —

খোলা আকাশের নিচে রাখা আয়নার উপরে আঁকা তার মুখবিকৃতির প্রতিফলন সেটিকে নিতে আসা পায়রার উড়ানের সময় ঠান্ডায় জমে যাওয়া তার রক্তের কাঠিন্যকে সুবাসিত করে — সূর্যের থুতুর

রশ্মিকে ঢেকে দেওয়া কালির কালিমা নেহাইয়ের উপরে ফেলে সোনার মূল্যে কেনা ছবির টানেটোনে তাকে জড়িয়ে ধরার বাসনার সূচীমুখে ফুটিয়ে তোলে তার অর্জিত শক্তিকে, ফুটিয়ে তোলে তাকে পাওয়ার জন্য তার ব্যবহৃত সব অনৈতিক পদ্ধতিকে — ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে যে সে হয়তো মৃত হয়ে পড়ে থাকবে আমার ক্রোড়ে, প্রস্ফুটিত ও উন্মত্ত — যদি বলো প্রেমপত্র, তবে তাই — লিখতে যতক্ষণ ছিঁড়তেও ততক্ষণ — আগামীকাল অথবা আজ সন্ধ্যায় অথবা গতকাল আমার বন্ধুদের অনুগত তত্ত্বাবধানের সুযোগ নিয়ে আমি এটিকে পোস্ট করাবো। সিগারেট ১, সিগারেট ২, সিগারেট ৩ — এক, দুই, তিন, এক যোগ দুই যোগ তিন সমান ছটা সিগারেট — একটা ফুঁকেছি, একটাকে গ্রিল করেছি আর তৃতীয়টাকে আগুনের উপরে শিক কাবাব করেছি। উড়ুক্কু গাছের থেকে হুড়মুড়িয়ে নামা দড়ির গলার থেকে ঝুলে থাকা হাতগুলো তার আধাখ্যাঁচড়া ভিনাসের ধ্রুপদী শরীরটাকে যথেচ্ছ চাবকাতে থাকে — দুই পা জোড় করে দিনটা তার এত বছরের ভারটাকে ছায়ায় ঠাসা কুয়োর ভিতরে নামিয়ে দেয় — উড়ানের পরে পক্ষীরাজের টেনে নিয়ে চলা নাড়িভুড়ি তার যন্ত্রণার চকচকে মর্মর পাথরের শুভ্রতা ও কাঠিন্যের উপরে এঁকে ফেলে তার প্রতিকৃতি।

জানলার খুলে রাখা শার্সিগুলো তাদের মাতাল ঘন্টিগুলোকে ঠুকে চলেছে পাথরের ভাঁজপড়া চাদরের উপরে — সেই শব্দে রাত্রি করে উঠছে হতাশা মেদুর সুখরোল। ফুলের হাতুড়ির ঘা আর তার কেশরাশির মিষ্টি দুর্গন্ধ তার তেজপাতা আর লবঙ্গের স্যুপকে সুস্বাদু করে তোলে। উড়ন্ত হাত, আরামকেদারার মখমলের উপরে সাবধানে ভাঁজ করে রাখা বডিসের চিকনের হাতা থেকে খুলে যাওয়া হাত, হাড়িকাঠের উপরে দাঁড় করানো কুঠারের দুই গালে কঠোরভাবে বসানো হাত, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে সদ্যশেখা পাঠ্য সুন্দর গোল গোল হস্তাক্ষরে টুকে চলে। জানলার ফ্রেম থেকে ঝোলানো আকাশের গন্ধকের গায়ে হেলান দেওয়া মইটার উপরে শুয়ে নিদ্রামগ্ন পরদার কলিচুনকে গোগ্রাসে গিলেছে অ্যানেমোনি ফুল আর সেই ফুল থেকেই শক্তপোক্ত হয়ে উঠেছে পাথর — সব থেকে যুক্তিযুক্ত কোনও কারণই, যেমন বিপদের নৈকট্য, তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলা আতঙ্ক আর কামনা-বাসনা, কোনও কিছুই এই বিষণ্ণ আনন্দের দিনে তাকে নিজের ঘরে আয়েশ করে আশা-সবুজ সোফাটিতে এলিয়ে পড়তে বাধা দেয় না।

**ঢেমনি** (ছুটতে ছুটতে প্রবেশ) : সুপ্রভাত! শুভ সন্ধ্যা! আমি তোমার জন্য নিয়ে এসেছি ফুর্তি ফুর্তি ফুর্তি! দেখো আমি এক্কেবারে নগ্ন আর তেষ্টায় মরে যাচ্ছি! তুমি চটপট আমার জন্য এক কাপ চা আর মধু মাখানো টোস্ট করে নিয়ে আসবে? — আমি নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত আর আমার ভীষণ গরম লাগছে — আমায় একটু আরাম করতে দাও, প্লিজ — একটা মথ ভর্তি ফার কোট এনে দাও যাতে গাটা ঢাকতে পারি — আর প্রথমেই আমাকে এখানে ঠোঁটের উপরে একটা চুমু খাও আর এখানে আর এখানে এখানে এখানে আর ওখানে আর সব জায়গায় — এটা কি স্পষ্ট নয় যে আমি তোমায় ভালোবাসি, এই যে প্রতিবেশিনীর মতো চটিটা পায়ে গলিয়ে আদুর গায়ে তোমার কাছে চলে এসেছি তোমাকে এটাই বোঝাতে যে তুমিও আমাকে ভালোবাসো আর আমাকে তোমার কাছে চাও — আমি তোমার ডার্লিং তোমার মিষ্টুটা, তোমাকে নিয়ে আমার সমস্ত চিন্তার একচ্ছত্র অধিষ্ঠাত্রী, এই যে তোমাকে দেখেই মনে হয় তুমি আমার মনোহারিতার একনিষ্ঠ পূজারি? অত লজ্জা পেও না, আমাকে আরেকটা বড়ো করে হামি দাও দেখি — আরও হাজারটা দাও — যাও যাও এবার আমার জন্য চা করে আনো — ততক্ষণ আমি বরং আমার পায়ের কড়ে আঙ্গুলের কড়াটাকে কেটে ফেলি, বড্ডো জ্বালাচ্ছে।

(দুম্বো শ্রীচরণ তাকে জড়িয়ে ধরে আর দু'জনে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে।)

**ঢেমনি** (আলিঙ্গন শেষে উঠে দাঁড়িয়ে) : দেওয়া নেওয়ায় তো দেখছি ভালোই ওস্তাদ। এদিকে আমি সর্বাঙ্গে বরফ মেখে কেঁপে মরি — আমাকে একটা ইট এনে দাও দেখি!

(সে স্মারকের আসনের সামনে দর্শকদের দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসে মূত্রত্যাগ করে। তারপর আরও পাক্কা দশ মিনিট ধরে গরমাগরম মোতে।)

**ঢেমনি** : উফ, এতক্ষণে একটু আরাম পাওয়া গেল!

(সে বাতকর্ম করে, আবার করে, চুল খুলে বাঁধে আর তারপর মাটিতে বসে বিচক্ষণতার সঙ্গে পায়ের আঙুলগুলোকে ধ্বংস করতে থাকে।)

**দুম্বো শ্রীচরণ** (একটা বড়ো হিসাবের খাতা বগলদাবা করে আবার মঞ্চে ঢোকে) : এই নাও তোমার জলখাবার — কলে জল নেই — চা নেই — চিনি নেই — কাপ নেই প্লেট নেই — চামচ নেই — গেলাস নেই — পাউরুটি নেই জ্যামও নেই — কিন্তু এইখানে আমার বগলের নিচে একটা চমক রয়েছে — আমার উপন্যাস — তোমরা বলতে দিলে আর মন দিয়ে শুনতে রাজি থাকলে সকাল থেকে দুপুর অবধি খোশমেজাজে কাটানোর জন্য আঁধার রজনীর সুদীর্ঘ যে কয়টি বছর আমাদের হাতে আছে ততক্ষণ ধরে এই ঢাউস সসেজটা থেকে বড়ো বড়ো টুকরো কেটে নিয়ে তোমাদের মাথার মধ্যে ঠেসে ঢোকাবো — ৩,৮০,০০০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে একটু পড়ে শোনাই, আমার মনে হয় এটা বেশ মনোজ্ঞ হবে (পড়ে শোনায়) — ‘‘আখ্যানের এপ্রাইওরাই (*) প্রতিপাদিত সত্যতার চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা কটু দুর্গন্ধ এই কাজের জন্য কুটো বাঁধা মানুষটিকে তিলমাত্র বিনয়ী করে না। তাঁর স্ত্রী এবং একজন লেখ্যপ্রামাণিকের উপস্থিতিতে আমরা, একমাত্র স্বীকৃত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি লেখক হিসাবে সম্মানের সঙ্গে পরিচিত, আমি আমার সম্পূর্ণ দায়িত্বকে বন্ধক রাখছি শুধুমাত্র সেই বিশেষ ক্ষেত্রে যেখানে মাত্রাছাড়া উদ্বেগ আলোচ্য বিষয়ের সীমাবদ্ধ পরিসরে অত্যধিক গোঁড়া ও জিঘাংসু হয়ে পড়ে, অভ্যন্তরীণ নির্ভুলতার ভারকে কীভাবে বহন করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের আলোকসম্পাতকে নস্যাৎ করে জটিল যন্ত্রের ওলনদড়ির উপরে যেন তেন প্রকারেণ অন্যদের গবেষণালব্ধ তথ্যগুলিকে সবিস্তারে প্রতিষ্ঠা করতে নেমে পড়ে।

বলনাচের সাঁজোয়া হলঘর সমাজের বাছাই করা মানুষের সৌন্দর্যের আর উৎকর্ষের চিনিগোলা আর লবণজলে পরিপূর্ণ — তাঁরা বসে বসে দেখে চলেন অবিসংবাদিত সব ঘটনা যার মধ্যে থিকথিক করে শিশুদের বেগুনি রঙের পালক — সেই পালক যেন তামাদি হয়ে যাওয়া পোকায় কাটা চোখের জল — উড়ো খই-এর মতো ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে চতুর্দিকে।

ফৌজি ঘড়িমিনারের ঘড়িটি তার কোমরে আঁটা সূর্যঘড়ির কোণগুলির প্রতি আদ্যোপান্ত নির্লিপ্তির বিজ্ঞাপন — কাকেরা বানায় বোতাম সেলাই করবার আর সেলাই খুলবার যন্ত্রের দাঁত কাটা চাকা — সেই কাকেদের সুড়সুড়ি অর্ধমৃত নিসর্গদৃশ্যে প্রাণসঞ্চার করতে এতটাই ব্যর্থ যে তাদের উড়ানের উপরে গজিয়ে যায় ঘাস আর তাদের ডানার ছায়া গির্জার দেওয়ালে আটকে থাকতে না পেরে চকের রাস্তার পাথরের উপর দিয়ে পিছলে যায় — সেখানে অভিযানের সন্তোষজনক সমাপ্তির মধ্যে তারা খানখান হয়ে যায় — এই অভিযান সাময়িকভাবে বিশেষ একটি স্থান করে নেবে।

---

(*) A Priori - ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পরিবর্তে তাত্ত্বিকভাবে প্রাপ্ত (relating to or denoting reasoning or knowledge which proceeds from theoretical deduction rather than from observation or experience)

**পলাণ্ডু আর মাসতুতো বোন** (মঞ্চে ঢুকে) : ওহে, তোমার জন্য চিঙড়ি মাছ এনেছি, ওহে ওহে, তোমার জন্য চিঙড়ি মাছ এনেছি

**দুম্বো শ্রীচরণ** : আহা, কী আনন্দের কথা! শালা, শান্তিতে একটু চুদবার উপায় নেই! অমনি পচা চিঙড়ি নিয়ে জ্বালাতে চলে এসেছে! ওহে পলাণ্ডু আর মাসতুতো বোন, কী মনে হয়, তোমাদের ওই বালের চিঙড়ি দিয়ে আমার কী বাল হবে?

**মাসতুতো বোন** : ফুলের মতো তাজা গোলাপি গোলাপি চিঙড়ি হয়ে গেল "আমাদের পচা চিঙড়ি"! আমরা কত ভালোমানুষ, তোমার জন্য কত চিন্তা করি, আর তুমি এভাবে আমাদের খিস্তি করো! এ তো ঠিক কথা নয়!

**পলাণ্ডু** : শিক্ষা হয়ে গেল, আর যদি কখনও তোমাকে চিঙড়িমাছ দিতে গিয়েছি!

**দুম্বো শ্রীচরণ** : না, কিন্তু মাঝে মাঝে

**মাসতুতো বোন** : আর, ঢেমনি, এবার সোজা গিয়ে তোমার মাকে যদি না আমি সব কিছু বলে দিয়েছি। আহা মরে যাই মরে যাই — পুরো ন্যাংটা হয়ে একজন ভদ্রলোকের সামনে একজন লেখকের সামনে এক কবির সামনে — মরে যাই — পুরো আঙ্গাপাঙ্গা ওদিকে দু'পায়ে স্টকিং — হতে পারে এটা খুব ইস্টাইল হলো আর খুব সুড়সুড়িও দেওয়া হলো কিন্তু তাতে বাপু তুমি ভিনাসও হয়ে যাবে না, মিউজও হবে না বা তোমার আচার আচরণ ভদ্রবাড়ির মেয়েদের মতোও হয়ে যাবে না — আর আজ যখন তোমার মা সন্ধেবেলায় লন্ড্রিতে গিয়ে অবশ্যই তোমার এই একান্ত দুঃখজনক নোংরা মেয়েছেলের মতো আচরণের কথা, কামচিন্তার বশে দুম্বো শ্রীচরণের শিল্প-স্টুডিওর নর্দমায় হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে বেড়ানোর কথা শুনতে পাবেন তখন তিনি কী বলবেন?

**ঢেমনি** : বোন, তুমি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ — সে যাক গে, তোমার কাছে তুলো আছে ? আর নয়তো তোমার রুমালটা দাও দেখি , একটু সাফসুতরো হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি , আমি চললাম , যাই বাড়ি যাই , এই লোকটা সত্যি সত্যিই একটা শুয়োর একটা লম্পট একটা দুশ্চরিত্র একটা ইহুদি

(সে স্নানঘরে ঢুকে যায়)

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ঢেমনি এখান থেকে গেছে, এবার বলি শোনো — এই মেয়েটার মাথা খারাপ, ওর রাজকুমারীর মতো কৃত্রিম হাবভাব দেখিয়ে আমাদের তাক লাগাতে চায় — অবশ্যই আমি ওকে ভালোবাসি আর ও আমাকে আনন্দও দেয় কিন্তু সেখান থেকে ওকে আমার স্ত্রী বা আমার মিউজ বা আমার ভিনাস বানানোর মধ্যে এখনও অনেক কঠিন রাস্তা পার করা বাকি — যদি বলি ওর সৌন্দর্য আমাকে উত্তেজিত করে আর ওর দুর্গন্ধে আমি পাগল হয়ে যাই তবে এটাও বলতে হয় যে খাওয়ার সময়ে ওর আদবকায়দা, ওর সাজগোজ আর ওর অস্বাভাবিক হাবভাব আমার একেবারে অসহ্য লাগে। এবার খোলাখুলি বলো দেখি তোমার কী মনে হয় — আমি শুনছি — বলো, বোন, তুমি কী ভাবছো

**মাসতুতো বোন** : আমি তোমার এই বান্ধবীকে ভালোই চিনি — স্কুলে কয়েক বছর আমরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আর এ কথা তোমায় বলতেই পারি যে ক্লাসে ওর ব্যবহার আমাদের কাছে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা হতো — ওর সারা গায়ে ফুসকুড়ি বেরোলে অবশ্যই আমি তো জানতাম যে সেটা ওর দোষ

নয়, সেটা বিভিন্ন স্নেহ পদার্থের অভাব আর একটি মেয়েকে সম্পূর্ণ নিজের প্রবৃত্তির হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফল। নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, চুলে চিরুনি নেই, গা থেকে হাজারটা বোঁটকা গন্ধ বেরোয় আর ঝিমোতে থাকে — ওর ছোট্ট কালো এপ্রন, গোদা চটি আর বোনানো জ্যাকেটে আমরা সবার — বয়স্ক শ্রমিকদের, যুবকদের বা বাবুমশাইদের দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পেতাম ওর ওই সর্বনাশা রূপের সামনে কেমন করে আগুন আর মোমবাতি জ্বালিয়ে তারা যৌবনের ফোয়ারার হীরকদ্যুতি দুই হাতের মধ্যে করে প্যান্টের পকেটে লুকিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেত।

**পলাণ্ডু** : ওই ছুকরির মধ্যে তো আমি পেতাম এঞ্জেলিকার মোরব্বার ঘ্রাণ

**মাসতুতো বোন** : এখন অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে ঢেমনি এখন বড়ো হয়ে গেছে আর এখন সে বেশ সুন্দরীও

**দুম্বো শ্রীচরণ** : ওর শরীর আলো, জুঁইফুলের সুবাস আর তারা উপচে পড়া এক গ্রীষ্মের রজনী

**পলাণ্ডু** : তোমার ওকে ভালো লাগে, দুম্বো শ্রীচরণ — দুম্বো শ্রীচরণ, সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার — তোমার ওকে ভালো লাগলে ঠিকই আছে — সে ক্ষেত্রে আনন্দটাও তোমার আর ঝামেলাটাও তোমার — মনের জোর রাখো, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি — আর অনেক অনেক শুভেচ্ছা — বোন, তুমি কি আসছো? আমরা এবার যাব — আর দুম্বো শ্রীচরণ, রাগ পুষে রাখার কোনও ব্যাপার নেই — চিঙড়িটা রান্না করার সময় বড়ো দেখে একটা বেকনের চোকলা, পারসলি পাতা আর পেল্লায় এক গেলাস গাধার দুধ দিতে ভুলো না কিন্তু

**মাসতুতো বোন** : শুভ রাত্রি, দুম্বো শ্রীচরণ

(দু'জনের প্রস্থান)

**দুম্বো শ্রীচরণ** : বুদ্ধুর ঝাড় (বিছানায় শুয়ে পড়ে আবার লিখতে শুরু করে) ''জই ক্ষেতে নটে শাকের নগ্ন দেহের গোলাপ বল্লরী ঢেকে দেওয়া ধনুকের চিকন ওড়নার নরম নীল রঙ ফোঁটায় ফোঁটায় ডানা ঝাপটানো লেবু হলুদ কাঁধ থেকে ছোট ছোট ঘন্টার রাশি শুষে নেয়। ইতোমধ্যেই আভিনিয়োঁর মেয়েরা দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের রোজগার করে ফেলেছে।"

**ঢেমনি** (স্নানঘর থেকে সাজগোজ করে বেরোয়, মাথায় একেবারে হালফ্যাশনের একটা টুপি) : আরে, ওরা চলে গেছে? কিচ্ছুটি না বলে? একেবারে আংরেজি কায়দায়? আমার কথা শুনবে — এই সব লোকেদের দেখলে না আমার বমি পায় — আমি একমাত্র তোমাকে ভালোবাসি — কিন্তু আমাদের এখন দুষ্টুমি করলে চলবে না, সোনামনা — বিশেষ করে আমি যখন এখন সত্যিই কুমারী — যাই, এক্ষুনি গিয়ে সকলের নাগালের মধ্যে আমার স্তনযুগলের গ্লোসাইনবোর্ড লাগিয়ে বড়োবাজারে পিরিতির দোকান দিয়ে দু' পয়সা কামিয়ে ফেলি

(দুম্বো শ্রীচরণকে চুম্বন করে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায়)

**দুম্বো শ্রীচরণ** (খাটে শুয়ে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে খাটের নিচে চেম্বার পট খোঁজে কিন্তু পায় না) : আমার ছেঁড়াখোঁড়া পকেটে আছে একটা মিছরির ছাতা — তার মেলে দেওয়া কোণগুলোতে সূর্যের আঁধার আলো

যবনিকা

### ষষ্ঠ অঙ্ক

(উদ্বেগদের ভিলার পয়ঃপ্রণালি শয়নকক্ষ, রান্নাঘর আর স্নানঘর)

**শুঁটকো উদ্বেগ** : আমার অস্বাস্থ্যকর আবেগের পোড়া ঘা পায়ের হাজার ক্ষতকে আরও বাড়িয়ে তুলছে — রামধনুর বেগুনি রঙের কোণগুলিতে আটকে থেকে একটা প্রিজম হাজারো কনফেটি দিচ্ছে ছুঁড়ে আর তার মধ্যে বেমালুম উবে যাচ্ছে রামধনুটা — আর এসব দেখেশুনে প্রিজমটার প্রেমে মজেছে আমার পায়ের হাজা — আমি আগুনের শার্সিতে আটকে থাকা একটা জমাট বাঁধা আত্মা বৈ তো কিছু নই — আমি নিজের প্রতিকৃতি কপালে ঠুকতে ঠুকতে ক্ষমার সমস্ত বন্ধ জানলার সামনে আমার যন্ত্রণার পসরা হেঁকে বেড়াই — আমার চোখের জলে কড়কড়ে হয়ে যাওয়া পাখার ঘায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় আমার জামা — সেই শতচ্ছিন্ন জামার আঘাতের নাইট্রিক অ্যাসিড আমার দু'হাতের সামুদ্রিক শৈবালে কামড় বসায় — আমার পায়ে পায়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে আমার পোশাক, দরজা থেকে দরজায় টানতে টানতে নিয়ে চলে আমার চিৎকার। কাল চল্লিশ পয়সা দিয়ে দুস্বো শ্রীচরণের জন্য ছোট্ট এক ঠোঙা বাদামের চাক কিনেছিলাম — সেটাতে আমার হাত যাচ্ছে পুড়ে — এদিকে আমার বুকের মাঝে হা হা করছে দগদগে ভগন্দর, ওদিকে প্রেম তার দুই ডানার মাঝখানে গুলি খেলতে বসেছে — যে আদ্যিকালের সেলাইমেশিনটা আমার কামনার জট পাকানো নাগরদোলার ঘোড়া আর সিংহগুলোকে পাক দেয় সেটা আমার মাংসের সসেজটাকে কুচিয়ে কেটে জলজ্যান্ত জন্মমৃত তারাদের হিমশীতল হাতে সঁপে দেয় — তারাগুলো ততক্ষণে নেকড়ের মতো খিদে আর এক সাগর তৃষ্ণা নিয়ে আমার জানলার শার্সি ঠকঠকাতে শুরু করেছে। কাঠের গুঁড়ির বিশাল স্তূপ হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে শেষ বিচারের আশায় — চলো, স্যুপটা বানিয়ে ফেলি — (একটা রেসিপির বই পড়তে পড়তে) আট ভাগের এক ভাগ হিস্পানি ফুটি — খানিকটা পাম তেল — কয়েকটা লেবু — সিম — নুন — ভিনিগার — পাউরুটির গুঁড়ো — ঢিমে আঁচে কিছুক্ষণ রান্না করো — মাঝে মাঝে নরকে যাওয়ার মতো কোনও আত্মা ভেসে উঠলে তাকে আলতো করে তুলে ফেলো — ঠাণ্ডা করো — তারপর জাপানি ইম্পেরিয়ালে এক হাজার কপি ছাপিয়ে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধতে দাও যাতে সময় মতো অক্টোপাসদের দেওয়া যায়।

(তাদের খাটের পয়ঃপ্রণালির গর্তের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে) বোন — বোন — এসো — এসে আমায় খাবার টেবিলটা সাজাতে আর এই রক্ত আর মল-মূত্র লাগা টেবিল ক্লথটা ভাঁজ করতে সাহায্য করো — তাড়াতাড়ি এসো বোন — স্যুপটা এর মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আর বরফের ক্যাবিনেটে আয়নার নিচে এখনই গলতে শুরু করেছে — সারা বিকেল ধরে আমি এই স্যুপে হাজারটা গল্প বুনে রেখেছি — যদি তুমি শেষ পাতের জন্য বাঁচিয়ে রাখো কঙ্কালের ভায়োলেট ফুলের তোড়ার স্থাপত্য তবে সে তোমার কানে কানে সেই গপ্পো শোনাবে।

**মোটকু উদ্বেগ** (আলু ভাজা ভরা বিছানা থেকে উসকোখুসকো চুলে কালিঝুলি মেখে উঠে বসে, হাতে একটা পুরনো ফ্রাইং প্যান) : আমি অনেক দূর থেকে এসেছি — শববাহী গাড়িটার পিছনে এত ধৈর্য ধরে তিড়িংবিড়িং লাফ মারা কাতলা মাছের পিছন পিছন আসতে হলো যে আমার তো আক্কেল গুড়ুম — হিসাবে তুখোড় মোটকা লন্ড্রিওয়ালা — তার আবার ইচ্ছা ছিল কাতলা মাছটাকে আমার পায়ের সামনেই ফেলে।

**শুঁটকো উদ্বেগ** : সূর্য

**মোটকু উদ্বেগ** : ভালোবাসা

**শুঁটকো উদ্বেগ** : তুমি কী সুন্দর !

**মোটকু উদ্বেগ** : আজ সকালে আমাদের বাড়ির পয়ঃপ্রণালি দিয়ে যখন বেরোলাম, সঙ্গে সঙ্গে গেট থেকে দু'পা যেতেই আমার ডানা থেকে ভারী ভারী পেরেক আঁটা জুতোজোড়া খুলে ফেললাম, তারপর আমার বেদনার হিমশীতল পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়ে শরীরটাকে ঢেউয়ের মাঝে সঁপে দিলাম — ভেসে গেলাম পাড়ের থেকে অনেক দূর। চিৎ হয়ে জলের যত আবর্জনার উপরে টানটান হয়ে শুয়ে থাকলাম আর অনেকক্ষণ হাঁ করে থেকে নিজের চোখের জল ধরবার চেষ্টা করলাম — আমার বন্ধ দুই চোখও পেল দীর্ঘ পুষ্পবৃষ্টির উষ্ণীষ।

**শুঁটকো উদ্বেগ** : খেতে দেওয়া হয়েছে

**মোটকু উদ্বেগ** : আনন্দ দীর্ঘজীবী হোক, প্রেম দীর্ঘজীবী হোক, বসন্ত দীর্ঘজীবী হোক

**শুঁটকো উদ্বেগ** : এসো, টার্কিটা কাটো, পুরটা খাও যত খুশি — আতঙ্কের আর ভয়ের বিশাল তোড়াটাও দেখো এর মধ্যেই বিদায় জানাতে শুরু করেছে — আর ঝিনুকের খোলাগুলোর দাঁতে দাঁতে খটাখট — চূড়ান্ত একঘেয়েমির বরফজমা কানের নিচে তারা ভয়েই মরে (সে একটুকরো পাউরটি নিয়ে সেটাকে সসে ডোবায়) ঝোলটাতে নুন আর মরিচ কম হয়েছে — আমার কাকিমার একটা ক্যানারি পাখি ছিল, সেটা না সারা রাত ধরে পুরনো পুরনো মদ খাওয়ার গান গাইত

**মোটকু উদ্বেগ** : আমি আরেকটু স্টার্জন মাছ নেব — এই সব সুখাদ্যের তিক্ত রগরগে সুবাসে কাঁচা মশলাদার খাবারের জন্য আমার বিকৃত রুচি ব্যগ্র হয়ে হাঁপাতে থাকে

**শুঁটকো উদ্বেগ** : আমার অতি শোচনীয় জন্মদিনে যে বলনাচ দেওয়া হয়েছিল তাতে আমি একটা সাদারঙের লেসের পোশাক পরেছিলাম — সেটাকে এইমাত্র খুঁজে পেলাম — আলমারির মাথার উপরে গুঁজে রাখা ছিল — পোকায় কেটেছে, দাগে ভর্তি, বড়ো দেওয়াল ঘড়িটার টিক টিক শব্দের ধুলোর নিচে যন্ত্রণায় জ্বালায় ছটফট করছিল — নির্ঘাত ওদিন আমাদের কাজের মেয়েটা সেটাকে পরে ওর নাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেছিল

**মোটকু উদ্বেগ** : দেখো — দরজাটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে — কে যেন রয়েছে ওটার মধ্যে — ভেতরে ঢুকলো — ডাকপিয়ন? — না, এ তো ঢেমনি (ঢেমনির উদ্দেশ্যে) — ভেতরে এসো —আমাদের সঙ্গে কিছু খেয়ে নাও — তুমি তো নিশ্চয়ই খুব সুখেই আছ — দুম্বো শ্রীচরণের খবর বলো — আজ সকালে পলাণ্ডু এসেছিল — ফ্যাকাশে চেহারা, ভীষণ হতাশ, প্রস্রাবে ভিজে চপচপ করছে, আহত, কপাল ফুঁড়ে একটা গাঁইতি ঢুকে গেছে — কেঁদে ভাসাচ্ছে — যতটা সম্ভব ওর যত্ন নিলাম আর ওকে সান্ত্বনা দিলাম — কিন্তু ওর তো একেবারে খানখান অবস্থা — সব জায়গা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে, প্রলাপ বকছে

**শুঁটকো উদ্বেগ** : তুমি জানো, কাল রাতে বেড়ালটার বাচ্চা হয়েছে

**মোটকু উদ্বেগ** : সেগুলোকে আমরা একটা শক্ত পাথরের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছি, একটা সুন্দর নীলকান্তমণিতে — আজ সকালে সুন্দর আবহাওয়া ছিল — একটু ঠান্ডা কিন্তু তবুও গরমই

**ঢেমনি** : জানো, আমার প্রেমের সঙ্গে দেখা হয়েছে — তার হাঁটুর ছালচামড়া গেছে উঠে আর সে দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে — ওর এক পয়সাও নেই — শহরতলির বাসের কন্ডাক্টরের চাকরি খুঁজছে — দুঃখের ব্যাপার — কিন্তু ওকে সাহায্য করতে যেও — নয়তো ও ফিরে তোমাদের কামড় দেবে — দুম্বো শ্রীচরণ আমাকে চেয়েছিল আর দেখো নিজেই ফাঁদে ধরা পড়েছে — দেখো, আমি বড় বেশিক্ষণ রোদের মধ্যে ছিলাম — আমার সর্বাঙ্গে ফোসকা পড়ে গেছে — প্রেম — প্রেম — এই নাও, পাঁচ ফ্রাঁ দিলাম, ডলারে ভাঙিয়ে দাও দেখি, খুচরো পয়সার খুদকুঁড়ো যা পড়ে থাকবে তা নিজের জন্য রেখে দিও। চির বিদায় — শুভ জন্মদিন, বন্ধুরা — শুভ সন্ধ্যা — ভীষণ ভীষণ শুভ দিবস — শুভ নব বর্ষ — আর বিদায়

(স্কার্ট তুলে নিতম্ব বার করে দেখায়, তারপর হাসতে হাসতে শার্সির সবকটা কাচ ভেঙে ফেলে জানলার মধ্যে দিয়ে এক লাফ দেয়)

**মোটকু উদ্বেগ** : সুন্দরী মেয়ে — বুদ্ধিমতীও — কিন্তু মাথার ঠিক নেই। এসবের পরিণতি মন্দ হতে বাধ্য।

শুঁটকো উদ্বেগ : ওদের সবাইকে ডাকো — (একটা শিঙা নিয়ে প্রভাতী বাজাতে থাকে। নাটকের কুশীলবেরা সবাই ছুটে আসে।) পলাণ্ডু, তুমি এদিকে এসো — তোমার ছ'টা বসার ঘরের চেয়ার পাওয়ার কথা। এই নাও।

**পলাণ্ডু** : ধন্যবাদ, ম্যাডাম।

**মোটকু উদ্বেগ** : দুম্বো শ্রীচরণ, যদি আমার প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারো, তবে খাবার ঘরের ঝোলানো আলোটা তোমার — বলো তো চার আর চারে কত হয় ?

**দুম্বো শ্রীচরণ** : বড্ডো বেশি হয় — তবে আহা মরি কিছু হয় না।

**শুঁটকো উদ্বেগ** : খুব ভালো

**মোটকু উদ্বেগ** : খুব ভালো

**শুঁটকো উদ্বেগ** : (একটা বোতলের ছিপি খুলে গোলালো কোণের নাকের নিচে ধরে) গোলালো কোণ, এটা কিসের গন্ধ বলো দেখি?

(গোলালো কোণ হাসে)

**শুঁটকো উদ্বেগ** : বেশ, বেশ, বুঝতে পেরেছ — এই খাগের কলম ভরা বাক্সটা ধরো — এগুলো তোমাকে দিলাম, শুভেচ্ছা রইলো

**মোটকু উদ্বেগ** : ঢেমনি — তোমার হিসাব পেশ করো

**ঢেমনি** : আমার এই শুকরীর মতো স্তনে ছশো লিটার দুধ আছে — খানিকটা হ্যাম — খানিকটা গোরুর ভুঁড়ি — কিছুটা সসেজ — একটু খিরি কাবাব — আর সুতি কাবাবে ঢাকা আমার চুল — আমার মাড়ির রঙ বেগুনি — প্রস্রাবে শর্করা আর আমার গেঁটেবাতে আক্রান্ত দুই হাত ডিমের সাদা অংশে মাখামাখি —

হাড়ের মধ্যে ফোকর — পিত্ত — জ্বরঠুঁটো — ভগন্দর — গণ্ডমালা — আর মধু ও মার্শম্যালোতে দুমড়ে যাওয়া ঠোঁট — আমি শোভন জামাকাপড় পরি — পরিচ্ছন্ন থাকি — আমাকে ওরা যে উদ্ভট পোশাকগুলো এনে দেয় সেগুলোই পরিপাটি ভাবে পরার চেষ্টা করি — আমি মা, আবার আমিই আদর্শ বেশ্যা — আর আমি রাম্বা নাচতে পারি

**শুঁটকো উদ্বেগ** : তুমি পাবে এক ক্যান পেট্রল আর একটা ছিপ — কিন্তু তার আগে তোমাকে আমাদের সবার সঙ্গে নাচতে হবে — দুস্বো শ্রীচরণকে দিয়ে শুরু করো

(বাজনা বাজতে থাকে, সকলে জুড়ি পালটে পালটে নাচতে থাকে)

**দুস্বো শ্রীচরণ** : বিছানার ব্যবহৃত চাদরগুলোতে দেবদূতদের ফেস পাউডার লাগাও আর জাজিমগুলোকে উলটে ফেলো কাঁটাঝোপের উপরে — লণ্ঠনগুলো সব জ্বালিয়ে ফেলো — সর্বশক্তি দিয়ে পায়রার ঝাঁকগুলোকে ছুঁড়ে দাও বুলেটের উপরে — আর বোমার হানায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িগুলোকে এঁটে বন্ধ করো

(কুশীলবরা সকলে মঞ্চের দু'পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় — আচমকা ঘরের ভেতর দিকের জানলাটা হাট করে খুলে মানুষপ্রমাণ উচ্চতার একটি সোনার বল ঢুকে এসে গোটা মঞ্চটাকে আলোয় ভরে দিয়ে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় — তারা পকেট থেকে রুমাল বার করে নিজেদের চোখ বেঁধে ফেলে আর ডান হাত বাড়িয়ে একেক জনের দিকে আঙুল তুলে একসঙ্গে বারংবার চিৎকার করে)

তুমি তুমি তুমি

(বিশাল সোনার বলটির উপরে অক্ষর ফুটে ওঠে — 'কেউ নয়')

যবনিকা

সমাপ্ত

পারি, শুক্রবার, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪১

**অরূপ মণ্ডল** : ফরাসী ভাষাবিদ ও অনুবাদক। সম্পাদনা করেছেন 'শার্ল পেরোর রূপকথা' ও 'মননে ও স্মরণে ভিক্তর য়্যুগো' বইদুটি। মূল ফরাসী থেকে তাঁর করা অনুবাদ স্থান পেয়েছে নানান বই ও পত্রিকায়।